61

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 23 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৭ ...

অভিমত

প্রাথমিক শিক্ষায় এ কোন অশনি সঙ্কেত

শফি আহমেদ

গত ৩ মার্চ ১৯৯৮ প্রকাশিত একটি সংবাদ আমাকে এই লেখায় প্ররোচিত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসমৃদ্ধ ওই সংবাদের উৎস মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রীর আশা— এই কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অচিরেই একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হবে।

দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন যে কোনো সরকারের জন্যই এক অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নানা সময় বিবিধ গালভরা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, এমনকি জিয়ার আমলে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু অন্তত একজনকে সাক্ষর করে তোলার হাস্যকর প্রচেষ্টাও বলবৎ ছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে এই দুটি ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি কর্মসূচিই বেশি করে চোখে পড়ে যদিবা। সরকারও নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সেসব প্রচেষ্টা যে কোনো সরকারি দপ্তরের দক্ষতার ধারায়ই চলছে।

যা হোক, আমার বক্তব্য এই প্রচেষ্টা ও তার দৃশ্যত ফলাফল সম্পর্কে নয়। আমি মসজিদভিত্তিক এই প্রকল্পের নৈতিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও যাথার্থ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলছি। যে দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে একটি বিশেষ ধর্মমত উল্লিখিত থাকে, সে দেশে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে আমার দ্বিমত বা বিস্ময় প্রকাশ অবশ্য নেহাতই বেমানান। তবুও সেই সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ-মত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথাও তো লেখা আছে। আর বর্তমান শাসকদল সেদিন তো রাষ্ট্রধর্ম করার ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিলেন জোরেশোরে এবং নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন সর্বদাই।

উল্লিখিত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন— ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মওলানা নূরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মওলানা আবদুল আউয়াল, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সোহরাবউদ্দিন আহমেদ এবং মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক সিরাজুল হক চৌধুরী। এই বক্তা-সমাবেশ আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। শিক্ষার একটি অংশ সুপরিকল্পিতভাবেই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন হয়ে পড়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য একজন পৃথক প্রতিমন্ত্রী আছেন, আলাদা আলাদা সচিব আছেন, তবুও প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের একটি অংশ পরিচালনা করবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের যে কথা অহরহ বলা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার মতো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের খবরদারি (অথবা প্রশংসার ভাষায় পরিপূরক ভূমিকা) কি তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটা যদি সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় করতো, তাও না হয় সমর্থন করা যেতো।

বিষয়টির একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, দেশে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। ফজর ও জোহর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদসমূহকে কাজে লাগিয়ে 'দ্বিতীয় শ্রেণী' পর্যন্ত শিক্ষা কোর্স শুরু করা সম্ভবপর। মসজিদ যেমন তেমনই থাকলো, মাঝখান থেকে অব্যবহৃত সময় ও স্থানকে প্রয়োজনীয় শিক্ষার কাজে লাগানো হলো। এই কথাটার মধ্যে একটা সোজা যুক্তি আছে। এই প্রকল্পের যখন পরিচালক আছেন, নিশ্চয়ই তার অফিস ভবন আছে, কেরানি-পিয়ন আছে, টেলিফোন আছে, গাড়ি আছে, যাতায়াত-ভাতা আছে। এ থেকে অন্তত বোঝা যায়, যে সূত্র থেকেই আসুক এ জন্য সরকারি বরাদ্দের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সচল স্কুলগুলোতে বেঞ্চি বা বোর্ডের অভাব পূরণ করা যাচ্ছে না। কতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করতে চাইছেন, সেসব ক্ষেত্রে নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই। মসজিদের ইমামদের মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দিয়ে যদি চালানো যায় মন্দ কিসের? এর মধ্যে আমি এক ঘোর অশনি সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছি। শোনা যায়, দেশের একটি মৌলবাদী দল বহু জায়গায় ইমামদের নানা অঙ্কের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে তাদের পক্ষের প্রকাশ্যপ্রচ্ছন্ন মতাদর্শ প্রচারের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত টাকা প্রাপ্তি এবং নির্দিষ্ট সময় সদ্ব্যবহারের এই সুযোগ সোৎসাহে গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট করে বলা নেই, শুধুই শিশুরা না কি বয়স্ক নিরক্ষররাও এই কর্মসূচির অধীনে পাঠ লাভ করবেন। যদি বয়স্করা আসেন, তা হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে গৌণ পর্যায়ে রেখে মৌলবাদী প্রচারণা মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে নজরদারি করার কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই নিশ্চয়ই।

মসজিদ প্রধানত বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়, হোক সে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর। এই কর্মসূচি কি শুধুই মুসলমান নাগরিকদের জন্য? কোনো বা কয়েকজন হিন্দু বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ কি এই প্রকল্পের অধীনে পাঠ লাভ করবে, করতে পারবে? আইনগত কোনো বাধা না থাকলেও অত্যন্ত জটিল ব্যবহারিক বিপত্তি আছে। ইমাম সাহেবগণ কি মসজিদে অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানাবেন। যদি তাঁরা অমুসলিমদের গ্রহণ করতে আপত্তি না-ও তোলেন, অমুসলিম শিক্ষার্থীরা কি খোলা মন নিয়ে মসজিদে প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারবে? আর যদি প্রবেশ [...] এই বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার শুধু মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তা [...] রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য [...] অবিচার বলে গণ্য হবে না? এমনকি এ কথা তো তোলা যায়, ইমামদের বাড়তি আ[...] ব্যবস্থা হলো, মন্দিরের পুরোহিত বা চা[...] 'পিতা' বঞ্চিত থাকবেন কেন? মসজিদভি[...] আলাদা কর্মসূচি প্রণয়ন করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ যোগানো হচ্ছে না?

এই কর্মসূচির জন্য ইমামদের আলাদা [...] প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই প্রশিক্ষণ সা[...] শিক্ষকদের প্রদান করতে অসুবিধা কো[...] প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূ[...] সুবিস্তৃত করতে যারা সবচেয়ে সক্রিয়, অর্থ[...] ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, সেই বেস[...] সংস্থাসমূহকে তাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা যাচ্ছে না। অ[...] রয়েছে সরকারের। কিন্তু এই দৃষ্টিগ্রা[...] বৈষম্যমূলক কর্মসূচিতে সরকারের নৈ[...] আর্থিক সায় রয়েছে। আরো একটু ব্যাখ[...] যেতে পারে। মসজিদের জায়গাটা ব্যব[...] যাবে। নিশ্চয়ই টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চি অ[...] না। অতএব সরকার সচেতনভাবেই [...] নিম্নমানের শিক্ষা কর্মসূচিকে অনুমোদন [...] দ্বিতীয় শ্রেণীর মান পর্যন্ত পড়বে এরা [...] কি হবে? এর অর্থ কি? ভালো অর্থ [...] পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা এখ[...] হলো। তখন কি হবে? একই মসজিদে [...] ইমাম নিয়োগ করা হবে, নাকি [...] শিক্ষকদের ডাকা হবে? তারা বি[...] অধীনস্থ বলে বিবেচিত হবেন? [...] বাতিলযোগ্য। তা হলে কি সরকার [...] দ্বিতীয় শ্রেণীর পর এই কর্মস[...] শিক্ষার্থীদের আর পড়াশোনার দরব[...] তো হওয়া সম্ভব নয়। দেশে [...] বাধ্যতামূলক, আইনগত দিক [...]

২৩২.০০	৩.৫
১১৪.৫৯	১.৩
১৬৪.৭৫	৭.৫
৫২.৫০	০.৫
২৪৫.০০	-১০.০
১৩৫.০০	-২.০
৩১৬.০০	-৬.০
৩৬.০০	-১.০
৮.১০	০.০
৯১.৫০	-০.১
৯.৪০	-০.২
৬৩.০০	০.০
১৯৫.২৯	-৮.৭২
৩২.৫০	-১.৫৮
১৭.৮৭	-০.১৭
৭৮১.১৫	-১.১৫
৬৩.০০	০.৩৫
৮৩.০০	১.০০
১৪৫.৬৭	-০.৪২
২৬৩.২২	-২.৮১
৬৯৬.১৯	-৩.৫৮
২৩০.৬৮	-৩.০৪
১৯৩.৭০	-২.৭০
২১.৩২	০.০৭
২০৮.২৮	-৪.৮১
৭৮.০০	-৬.০০
২১১.৫০	-২১.০০
৩২৩.২০	-২.০৯
৬৪.৯০	-১.৯০
৮৪.০০	-০.৫০
১২৫.৯২	-০.৩৮
১১২.০০	০.০০
৫০.০০	-০.২৫
৬৫.৫০	-০.৯৭
২৫.৮৬	-০.৩৬

শিক্ষা বোর্ড, রাজ
প্তি
অবগতির জন্য জান
ও এডিটিং অপারে
ক্ষাৎকার ২৮-০৩-
-০৪-৯৮ তারিখ
(চুক্তিভিত্তিক) প
০১-০৪-৯৮ তারি